ফেরদৌস নাহার

অন্ধকার ও যুদ্ধের বাজার

আমার বাংলাদেশ যখন জেগে থাকে তখন কী করে ঘুমাই আমি?
আর তাই কতদিন হলো ঘুম নেই আমার,
সারারাত অন্তর্জালে ঘুরে বেড়াই, চোখের জলে নিঃশব্দ-একাকার
বাংলাদেশ শুধু তোমারই জন্যে ।
খুব কি সস্তা শোনাল এই সত্য বেদন? শোনাক,
করার কিছু নেই এতো শুধু কথা নয়- আত্মার আর্তনাদ,
ঘরে ঢোকার চাবি খুঁজে না পাওয়া অস্থিরতা,
অবসন্ন আঁধারে দেখা একনিষ্ঠ দগ্ধ মরিচিকা
ছুটে যাই অসুস্থ অন্ধকার ও অকৃত্তিম যুদ্ধের বাজারে ।
যখন আমার দু'চোখ রাত্রি দেখে দেখে ক্লান্ত
জানি তখনও জেগে আছো তুমি মাতাল হাওয়ার আয়োজনে
ও-স্বদেশ আমিও জেগে আছি তোমারই সাথে
একই গোলার্ধের উল্টো দিকে ।

অ্যাবরিজিন্যাল নিয়তি

চারিদিকে এই কোলাহল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে নাম ধরে কারো ডাক শুনতে ।
তুমি ভুলে যাও হে নাম, হে পুরনো দিনের ডাক গন্ধমাখা পাখালির পরন্তবেলার গান,
উষ্ণ ওমের মাঝে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার খসে পড়া হাড়
শুনছো কি আদিবাসী পুরুষের রাতজাগা হু-হুঙ্কার খেদিয়ে নিয়ে বেড়ায় বন্যপ্রাণীর ছায়া ।

কালরাত্রির চিহ্ন নিয়ে যারা যায় অন্ধগলির চিরপথে তাদের নখে লেগে আছে বিষ,
পান পাত্রের ব্যথা শুঁকে ঢক ঢক গিলে ফেলে কদম্ব-অন্ধকার দুঃখ জাগানিয়া
নাম বল নাম- আজ নাম জানবো তাহলেই জানা যাবে বঞ্চিত আলো ।
তুমি আমাকে নতুন কিছু বলো, প্লিজ নতুন কোন শব্দ কিংবা নতুন কিছু ধ্বনি
ধ্বংসের মুখোমুখি সেই ধ্বনি তুলে তুলে প্রতিধ্বনি টেনে আনবো নদীর ওপরে,
আমাকে দেখাও সেই ঢাকা শহরের গভীর গোপনে লুকিয়ে থাকা হারানো হাসি
আমি তারে ভালোবাসি এ-সত্য নতুন করে জানাতে আজ এতো কষ্ট!
এতো পুরনো ব্যথা, এতো জেগে থাকা রাত্রি, বাঙালি পুরনো হলো অথচ
পুরনো হলো তার অ্যাবরিজিন্যাল নিয়তি ।

সে আমাকে বলছে

আমিতো একটি সকালই চেয়েছিলাম-একটি সকাল কি সেভাবে চেয়েছিল আমাকে? রাতদিনের ব্যবধান ভুলে একটি হিসেবী হাত পথ দেখিয়ে দেয় অন্যদিকে, বুঝে নেই কেউ আমাকে চাইছে না। আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে জ্যোৎস্নার ভেতর। আর একটু পরেই গুমটি ঘর থেকে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজবে। তবে কি আমি কারাগারে শুয়ে আছি এতোটা বছর? আমার ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে মনে হয় দূর কোনো নক্ষত্রলোকের ঠিকানা। কুয়াশার ইশারা তাকে আরো বেশি অচেনা করে তুলেছে। প্রতিরাতের চিৎকার, আর্তনাদ, বেঁচে থাকার আকণ্ঠ বিষ আমার বুকের কাছে ফণা তুলে চেয়ে আছে একাগ্র আমারি দিকে- আমি নড়তে পারি না। আমার বয়সের চেয়ে অনেক বড় এই পৃথিবী আমারই কোলের কাছে ছোট্ট শিশু হয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। আমি তাকে ছেলে ভুলানো ছড়া শুনাই, রূপকথার গল্প বলি তবু তার ঘুম আসে না। সে কি তবে আমারই আদল কোনো প্রচীন পুরাণ, সে কি তবে অসুখে অসুখে ক্লান্ত অরক্ষিত হাসপাতাল? তার গায়ে এতো দাগ, এতো আঁচড়, এতো কামড়ের চিহ্ন! আমি তারে কোথায় লুকাই? কানে কানে বলছে সে, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিযে ছেলে মানুষ! আমি হেসে পাশ ফিরে শুই। আগামীতে একসাথে দেখা হবে মৃত্যু ও প্রভাতের সাথে। একটিই সকাল চেয়েছিলাম, সে কি তবে ভুল ছিল? মর্গের করুণ হাসি, ঘোলা আলোর শীতল উষ্ণতা সবকিছু চেয়ে থাকবে আমারই দিকে, আর পৃথিবী বলছে-সে আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

ব্যথার গালে টোল পড়ে ব'লে

কতটা অন্ধকারে হেঁটে যেতে পারি,
কতটা ব্যথায় চুমুক দিয়ে ভেতরে নীল টেনে নিতে পারি।
তোমাদের মায়েরা কি আমার মাকে চেনেন ?
বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মা ! আর আমি
পিতা পিতা বলে হাত পা ছুড়ে ডাকতে থাকি।
তিনি তখন পান্ডুর জ্বর পেয়ে ভুলে গেছেন সব...

মাটির সাথে মৃগয়ার আড়াআড়ি সবতো যাদব ঘোষের অঙ্ক নয়-
এটা নিদারুণ রেষারেষি, হাত পাতলেই কী সকলে নাড়ু দেবে,
অথবা এক গ্লাস জল ? কেউ কেউ আঁচড় কাটবে গালে-কপালে।

গাঢ় অন্ধকার কান পেতে বসে আছে, কে তাকে ডাক দেয় ?
নিশিরাতে কলিংবেল, প্রত্ন প্রকাশের প্রচ্ছদ হাতে শাওন
আমাদের বাড়ি চেনেন ঢাকার অনেক কবি-শিল্পী,
জাহাঙ্গীরনগরের আউল বাউল মেয়েগুলো,

রাতভর গল্পপান ঝিম ঝিম হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ ...
তোরা যে এত গল্পও জানতিস,
কিযে হাসাহাসি মাতামাতি,
প্রচুর কবিতার বই, ডাইনিং টেবিলে আড্ডা রাতভর ...
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুরো বাড়িটা জেগে থাকতো তাহাদের মত ।

ব্যথার গালে টোল পড়ে ব'লে আমার কাছে ব্যথাকেই হ্যান্ডসাম লাগে
যে যা ভাবতে পারে, উদাস স্বপ্নখেকো স্মৃতিদগ্ধ ঘূর্ণিপ্রকৃতি যা খুশি
আসলে আমাদের বাড়িটা বেঁচে ছিল শেষমেশ আমারই আশাতে ।

প্যাপিরাসের দেহ

জানি জন্মাবো না আর । এই বইখাতা কলম কী কম্পিউটার পড়ে থাকবে অন্যকোনো কবির জন্য । মাথার ভেতরে তারও কি ঘুরবে জ্যাক দেরিদা, মিশেল ফুকো কিংবা উত্তরাধুনিকতার ঘোলাজল? যে জল কখনই কোনো কাজে আসেনি কারো, তর্কচর্চা ছাড়া । আর সে কি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে ডাকবে- আয় আয় শাহাবাগ তর্ক খেয়ে যা, তর্কের কপালে তর্ক বমি করে যা!
সন্ধিহান অন্ধকারে চামড়ার জুতোজোরা খাটের নিচে ঠেলে দিতে দিতে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে খালি পায়ে হেঁটে যেতে যেতে একটি জলকল কিংবা শীতাতপ ভ্রমণ সেও কি আশা করবে? সেও কি শতজন্মের অনিদ্রায় পাশ ফিরে ছুঁতে চাবে অবিশ্বাস্য আঙুরলতা?

বন্ধুদের মাথায় ঘোরে দ্বৈত রথের অধিবাস । দীর্ঘশ্বাসের চেয়েও আরেকটি সুদীর্ঘ মরু-হাহাকার । অথচ জলের দেশে শাসনের ঝুঁটি চেপে হাঁক ছাড়ে নগ্ন কালাকার । সামুদ্রিক লবণ খেয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে বিধ্বস্ত আয়ু । জন্মাবো না এই আমি নিতান্ত ঘাসফুল হয়েও । আমাকে যারা জন্ম দিয়েছিল তারা গেছে মাটি খুঁড়ে প্যাপিরাসের দেহ অন্বেষণে । মুখোশের রাজ্যপাট নাভি থেকে ছড়ায় আগুন ।